বিসিক মহাপরিকল্পনা (২০২১-৪১)

ভূমিকা: বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনাটি ২০২১-২০৪১ অর্থাৎ ২০ (বিশ) বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যকে সরকারের সকল ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসু ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

বিসিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives)

- সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব ঘটানো
- দেশের শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য কার্যক্রমসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান
- দেশে চলমান সুপরিকল্পিত উন্নয়নের স্রোতধারায় বিসিকের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণ
- বিসিকের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি উন্নয়ন
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন
- বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি
- রপ্তানী বহুমুখীকরণ
- পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ (Flagship Programs)

১। শিল্প নিবন্ধন ও ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দু'টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-
(ক) শিল্প নিবন্ধন এবং (খ) ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন

- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা;
- ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে ১ কোটি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা;
- সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্প নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পলিসি অ্যাডভোকেসী করা;
- ২০২২ সালের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের ০৮ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিসিক বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন।

২। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষায়িত শিল্প পার্ক স্থাপন করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন অধিশাখা' গঠন করা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে সৃষ্টিতব্য ১ কোটি উদ্যোক্তার মধ্যে ৫০% নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার চালু করা;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা;
- বিসিক বিনিত ঋণসহ অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তদের জন্য কোটা সুবিধা, হ্রাসকৃত সুদের হার ও গ্রেস পিরিয়ড প্রদান;
- পণ্য বাজারজাত করার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/ উদ্যোক্তা হাট/ অন লাইন মেলার আয়োজন করা;

৩। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যমান ১৫টি জেলার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং অবশিষ্ট ৪৯টি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (স্কিটি) কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে বিসিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন;
- টেকনোপ্রেনিউর (Technopreneur) তৈরীর জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী এবং প্রশিক্ষণ কোর্স (কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, গ্রাফিকস ডিজাইন ও থ্রিডি প্রিন্টিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ড্যাটা অ্যানালাইসিস ইত্যাদি) আয়োজন;
- বর্তমানে চলমান প্রশিক্ষণ মডিউল যুগোপযোগীকরণ এবং উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন;
- বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ ১ কোটি উদ্যোক্তা তৈরী করা।

৪। শিল্প ঋণ বিতরণ ও তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ৩,৫০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ৫,০০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- ২০৪১ সালের মধ্যে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ১৫,০০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- বিসিকের বিনিত ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রেডিট অফিসার নিয়োগ এবং এর কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ক্রেডিট ইনইফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর তালিকাভুক্ত নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিকের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা
- বিসিক কর্তৃক 'এমএসএমই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠাকরণ।

৫। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দু'টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-
(ক) ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান
(খ) সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিসিকের নিজস্ব ২৮ টি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা
- ২০২৫ সালের মধ্যে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিম্নোক্ত ১৩ টি সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় নিয়ে আসা
- ২০২২ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা;
- সাবকন্ট্রাক্টিং গেজেট বিধিমালা-১৯৮৯, পিপিআর ২০০৮ এবং সাবকন্ট্রাক্টিং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ- কে সামঞ্জস্য করে এ বিষয়ক সকল বাঁধাসমূহ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ২০২৫ সালের মধ্যে সাবকন্ট্রাক্টিং আইন এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা।

৬। 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ৭ লক্ষ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাকে বিসিক অনলাইন মার্কেটে যুক্তকরণ;
- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ১৫ লক্ষ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাকে বিসিক অনলাইন মার্কেটে যুক্তকরণ;
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ৩৫ লক্ষ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাকে বিসিক অনলাইন মার্কেটে যুক্তকরণ;
- বিসিকের ৬৪ জেলায় 'বিসিক বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র' স্থাপন এবং তা 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' এর সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কের পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জেলা সংযোগ বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;
- 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' বিসিকের শতভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন এবং একটি পৃথক অনলাইন মার্কেটিং অধিশাখা প্রতিষ্ঠা।

৭। উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবার প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/ উদ্যোক্তা হাট আয়োজন

- প্রতি বছর অন্তত ১৫ জন উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- বিসিক কর্তৃক ইপিবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক মিশন ও দূতাবাসের সহায়তায় বিদেশে মেলা/ প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে অংশগ্রহণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪ টি জেলায় পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র (Product Display cum Sales Centre) স্থাপন;
- নিবন্ধিত উদ্যোক্তা/আগ্রহী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একক বা কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় বিসিক কর্তৃক মেলা/ প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন এবং এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জন;
- চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫০০টি মেলা আয়োজনসহ প্রতিবছর ১০% হারে অধিক মেলা আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ২০২১ সাল হতে মেলা/ প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে আবেদন গ্রহণ, স্টল বরাদ্দ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষন বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পাদন করা।

৮। সারাদেশব্যাপী ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন

- ২০৪১ সালের মধ্যে সারাদেশে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধ শিল্প পার্ক স্থাপন;
- মহাপরিকল্পনাটি ৩টি মেয়াদে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি (২০২১-২৫), মধ্যমেয়াদি (২০২৫-৩০) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৪১) পরিকল্পনা হিসেবে বাস্তবায়ন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫,০০০ একর জমিতে ১০ টি শিল্পনগরী স্থাপন করে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের রপ্তানি আয় ১০০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

৯। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য ‘বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (২)’ প্রকল্প স্থাপন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরো দুটি চামড়া শিল্পপার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ;
- উন্নত সিইটিপি, লেদার ইনস্টিটিউট এবং চামড়াজাত পণ্য তৈরীর জন্য ২০০ একর জায়গায় আরও একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া শিল্প মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের নিম্নলিখিত বৃহত্তর জেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে কাঁচা চামড়ার প্রাচুর্যের ভিত্তিতে আরও চামড়াজাত পণ্য শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে:
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, খুলনা (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিলেট (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বরিশাল (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রংপুর (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ময়মনসিংহ (২০২৮-২৯)
- বিসিক কর্তৃক ২০৩০-৪১ মেয়াদে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নলিখিত ১৩ টি চামড়া সংরক্ষণাগার স্থাপন:
  ১। ঢাকা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী);
  ২। ফরিদপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর);
  ৩। ময়মনসিংহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ);
  ৪। জামালপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ);
  ৫। কুমিল্লা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর)
  ৬। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান);
  ৭। খুলনা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর)
  ৮। ঝিনাইদহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (যশোর, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ);
  ৯। সিলেট আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ)
  ১০। বরিশাল আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা);
  ১১। বগুড়া আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, নাটোর);
  ১২। রাজশাহী আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজশাহী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ);
  ১৩। রংপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (জয়পুরহাট, ঠাকুরগাও, পঞ্চগড়, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট)
- পরিবেশ বিষয়ক মান নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বিতভাবে বিশেষ নিরীক্ষা ইউনিট গঠন এবং নিয়মিত পরিবেশগত Compliance ইস্যু সমাধানে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, এবং Conformity সনদ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG), আইএসও প্রভৃতি হতে পরিচ্ছন্ন উপায়ে Traceability নিশ্চিতকরে চামড়াজাত শিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারী ক্লাস্টারসমূহকে বিসিক জেলা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করা এবং ক্লাস্টারসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অবকাঠামো উন্নয়ন;
- চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানার সুপারভাইজার, পণ্যের নকশা কারক, টেকনিশিয়ান, অপারেটরদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স চালুকরণ এবং স্কিটি, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- এ শিল্পের কঠিন বর্জ্য অপসারণ করার পদ্ধতি ও পুনর্ব্যবহার করার সম্ভাবনা বিষয়ে বিশেষ গবেষনা পরিচালনা।

১০। রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যক্রম জোরদার করা

- ১০ টি রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং পণ্য উন্নয়ন (Product Development) বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ;
- পণ্য বৈচিত্রকরণ (Product Diversification), মান নিয়ন্ত্রন ও রপ্তানি কমপ্লায়েন্স বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজন;
- পণ্যভিত্তিক রপ্তানি তথ্য ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কিত ড্যাটাবেইজ প্রণয়ন;
- রপ্তানি বৈচিত্রকরণের লক্ষ্যে একক পণ্যভিত্তিক (মনোটাইপ) শিল্প পার্ক স্থাপন;
- বিসিক শিল্প পার্কসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিসমূহকে শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান;
- নতুন নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে সবুজ শিল্পায়নের ধারণা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা;
- সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদিত দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পণ্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ (GI) প্রাপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাজার সম্প্রসারণ;
- নতুন শিল্প পার্কসমূহে ইটিপি, কঠিন বর্জ্য পরিশোধন, পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ এবং চামড়াজাত শিল্প খাতের লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সনদের ন্যায় সকল খাতের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় শিল্পের শক্তিশালী ভামমূর্তি সৃষ্টি করা।

১১। আয়োডিন অভাবজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণে সর্বজনীন লবণ আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২১ সালের মধ্যে লবণ শিল্পের উন্নয়নে বিসিকে একটি আলাদা লবণ বিভাগ গঠন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামে একটি পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র কক্সবাজারে একটি লবণ গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিউট স্থাপন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় লবণ সংরক্ষণ ও আপদকালীন কাজে ১-২ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বাফার গুদাম স্থাপন;
- ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বজনীন লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ ৯০%এ উন্নীতকরণ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন লবণের চাষের উপযুক্ত জমি বিসিকের আওতায় এনে প্রকৃত লবণ চাষীদের মধ্যে বরাদ্দকরণ;
- লবণ চাষে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১২। মধু উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের ধামরাই শিল্পনগরীতে অবস্থিত মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের আদলে দেশের সম্ভাবনাময় আরও ১০টি স্থানে ২০২৫ সালের মধ্যে মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন;
- বিসিকের উন্নয়ন শাখার আওতায় মৌচাষ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর ১৫ টন মধু উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৩। বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রতি বছর জাতীয় শিল্পনীতির আলোকে ২-৩ টি শিল্প খাতের (সাব সেক্টর স্টাডি) ওপর আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- শিল্পখাতভিত্তিক সম্ভাবনাময় পণ্য/ব্যবসার প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন করা;
- বিসিক শিল্পনগরীর অবদান বিষয়ক পরিসংখ্যান নিয়মিত হালনাগাদ করা;
- নিয়মিতভাবে বিসিক শিল্পনগরীসহ সারাদেশের সফল সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ওপর কেইস স্টাডি পরিচালনা করা;
- সম্ভাবনাময় সিএমএসএমই পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপণের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা;
- বিসিকের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির ওপর অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিসিক বার্তা (বিসিক বুলেটিন) প্রকাশ নিশ্চিত করা;
- বিসিক শিল্পনগরী, শিল্প পার্ক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটির জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিপিপি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ও প্রজেক্ট সম্পাদন প্রতিবেদনের তুলনামূলক স্টাডি করা;
- দেশব্যাপী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের তথ্য-উপাত্ত অনলাইন ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।

------ () -----